ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৯-৮-৯৫ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাসিক সভা ১৯-৮-৯৫ ইং তারিখে বিকাল ৪-০০ ঘটিকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল আবদুল মান্নান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১।	ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আহমেদ মোল্লা এস ই এম ও ও অধিনায়ক সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
২।	ক্যাপ্টেন শহিদুজ্জামান খান (জি) (সিডি) পি এস সি, অধিনায়ক বি এন এস হাজী মহসিন ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৩।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম আলাউদ্দিন চৌধুরী, পিএসসি, অধিনায়ক, প্রশাসনিক শাখা বি এ এফ বেস বাশার ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৪।	লেঃ কর্ণেল মোঃ আমিনুর রহমান সি এম ই এস (আর্মি) ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৫।	জনাব মোঃ আজিজ খান ১৪/এ, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৬।	ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ (অবঃ) ৩২, ডি ও এইচ এস বনানী ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৭।	জনাব মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের দপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	- উপস্থিত
৮।	জনাব মোঃ আব্দুল হক ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	-সেক্রেটারী	- উপস্থিত

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবর্গকে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভায় আলোচ্যসূচীর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

প্রস্তাব নং-১ঃ গত ১৬-৭-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

২য় পৃঃদ্রঃ

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিগত ১৬-৭-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে উহা অনুমোদন করা গেল। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত নং-৫, ৬ ও ৮ এর কার্যক্রম শীঘ্র সম্পাদন করিয়া পরবর্তী সভায় অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইহাছাড়া সিদ্ধান্ত নং-৯(ক) পর্যালোচনান্তে জানা যায় যে, কচুক্ষেত-বনানী সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের যে ১১১ টি দোকান ভাংগা হইবে উহাদের মধ্যে ১ হইতে ৬০ নম্বর পর্যন্ত দোকানগুলিকে অস্থায়ীভাবে সুপার মার্কেটের পার্কে পার্কের দক্ষিনাংশে স্থাপন করার এবং ৬১ হইতে ১১১ নম্বর পর্যন্ত দোকানসমূহ বাজারের অন্যান্য খালি জায়গায় অস্থায়ীভাবে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দোকান মালিকগণ ও বাজার কমিটিকে অবহিত করিলে তাহারা উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও সি ই ও সমীপে হাজির হইয়া মৌখিকভাবে আপত্তি উত্থাপন করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের পার্ক ও সংশ্লিষ্ট জায়গাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং পার্কে দোকান স্থাপন না করার স্বপক্ষে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। কারণ পার্কে অস্থায়ীভাবে দোকান স্থাপন করিলে পার্কের সৌন্দর্য্য ও ব্যবহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এবং মিরপুরগামী প্রধান সড়কে যানজটের সৃষ্টি হইবে। সভায় বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সুপার মার্কেটের পার্কে কোন অস্থায়ী দোকান স্থাপন না করিয়া জনতা ব্যাংক ভবনের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত গাড়ী পার্কিং এর জায়গায় এক লাইন গাড়ী পার্কিং এর সুবিধা রাখিয়া অবশিষ্ট জায়গায় উক্ত অস্থায়ী দোকানগুলি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। উল্লেখ্য যে, রাস্তা নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইলে উক্ত গাড়ী পার্কিং এর জায়গায় কোন গাড়ীর আসা-যাওয়া সম্ভব হইবে না বিধায় জায়গাটি রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে। নূতন দোকান নির্মিত হওয়ার পর এই অস্থায়ী দোকানসমূহ অপসারণ করা হইবে এবং উক্ত জায়গা পুনরায় গাড়ী পার্কিং এর জন্য ব্যবহৃত হইবে। ইহাছাড়া জনতা ব্যাংকের সম্মুখের জায়গা ও মিরপুর লিংক রোড সংলগ্ন সুপার মার্কেটের দ্বিতল ভবনের সম্মুখের জায়গা উন্নয়নপূর্বক বর্তমানে পার্কিং এর স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-২ঃ এস ই এম ও'র জুলাই, ৯৫ ইং মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- পর্যালোচনান্তে অবহিত হওয়া গেল। স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেট ও বেসামরিক এলাকায় যে সমস্ত হোটেল-রেস্তোরা রহিয়াছে উহাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করা হয় না। উক্ত প্রেক্ষিতে এই সকল হোটেল-রেস্তোরা পরিদর্শনপূর্বক শাস্তির ব্যবস্থাসহ তাহাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য লিখিতভাবে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-৩ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জুলাই, ৯৫ ইং মাসের আয়-ব্যয় সম্পর্কীয় হিসাব বিবরণী অবহিত হওয়া।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জুলাই, ৯৫ ইং মাসের হিসাব বিবরণী অবহিত হওয়া গেল। পরবর্তী সভায় ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করার এবং ভবিষ্যতে বোর্ডের বকেয়া পাওনাদির হিসাব এবং মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী খাতওয়ারী সরলীকরণ করিয়া প্রতি মাসের সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-৪ঃ বানৌজা হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-সেক-১১৬/৩৫২৮, তারিখঃ০১ শ্রাবণ, ১৪০২/ ১৬ জুলাই, ৯৫ ইং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করণ। এই ব্যাপারে ষ্টেশন সদর দপ্তরের গত ২৪-৭-৯৫ ইং তারিখের ৬২৪/১/এ নং পত্র উপস্থাপন করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের উপর সি ই ও'র বক্তব্য সকল সদস্যবৃন্দকে প্রেরণ করার ও বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার জন্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৩য় পৃঃদ্রঃ

প্রস্তাব নং-৫ঃ মেজর জেনারেল এম নূরুল হক(অবঃ) নিউ ডি ও এইচ এস মহাখালী বাড়ী নং-১৪৩ এর মায়ের কবর পাকা করার ব্যাপারে তাঁহার গত ৩০-৭-৯৫ ইং তারিখের একখানা আবেদনপত্র বিবেচনা করা।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- উপরোক্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিধি মোতাবেক কবর পাকা করার অনুমতি প্রদান করা গেল।

প্রস্তাব নং-৬ঃ মাননীয়া প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের বাসস্থান নির্মাণের জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মালিকানাধীন "সি" শ্রেণীভুক্ত জমিকে "এ-১" শ্রেণীতে রূপান্তর করিয়া সেনাবাহিনীকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই ব্যাপারে এম ই ও, ঢাকা সেনানিবাসের ২৯-৭-৯৫ ইং তারিখের বিডি/এলসি/ ১১৪/৯৪/৭৭ নং পত্র উপস্থাপন করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিষয়টি বিশদভাবে পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট "সি" শ্রেণীভুক্ত জমি "এ-১" শ্রেণীতে রূপান্তরিত করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-৭ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য পেট্রোল চালিত একটি ঘাস কাটা মেশিন ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য একটি পেট্রোল চালিত ঘাস কাটা মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল। টেন্ডার আহবান করিয়া পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য বলা হইল।

প্রস্তাব নং-৮ঃ ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকার বাড়ী নং-৪৯/এ হইতে ৬৪ নং বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা মেরামত/কার্পেটিং করণের নিমিত্তে ২,৪১,৪৩৭.৯৯ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকার বাড়ী নং-৪৯/এ হইতে ৬৪ নং পর্যন্ত বাড়ীসমূহের সম্মুখের রাস্তা মেরামত ও কার্পেটিং করার প্রস্তুতকৃত নিমিত্তে ২,৪১,৪৩৭.৯৯ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হইল।

প্রস্তাব নং-৯ঃ ঢাকা সেনানিবাসের নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলির দর অনুমোদন করণ ঃ-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মূল্যানুমান এম ই এস সিডিউল অব রেইটস ১৯৯০ অনুযায়ী	সর্বনিম্ন দরপত্র প্রদান কারী ফার্মের নাম।	সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর এম ই এস সিডিউল অব রেইটস ১৯৯ অনুযায়ী
(১)	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রীয় মসজিদের পার্শ্বে ওভারহেড পানির ট্যাংক সংস্কার ও মেরামত করণ।	= ৪১,৫১০.০০ টাকা	মেসার্স দি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস।	৪৫.৭৫% উর্দ্ধে
(২)	শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন সংস্কার ও মেরামত করণ।	= ২০,৯৯৭.০০ ,,	মেসার্স পেয়ার আহম্মদ এন্ড ব্রাদার্স।	২৭% উর্দ্ধে
(৩)	ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থিত মহাখালী ডি ওএইচ এস এলাকার শিশু পার্কের উত্তর পার্শ্বে ২০৫'-০" লম্বা ড্রেন সম্প্রসারণ করণ।	= ২৫,৪৬০.০০ ,,	মেসার্স দি ইঞ্জিনিয়ার্স সিন্ডিকেট।	২৮.৫০% উর্দ্ধে
(৪)	ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থিত জোয়ারসাহারা-বারিধারা সংযোগ সড়কে মাটি ভরাট করণ ও রাস্তার ভিতর দিয়া পানি নিস্কাশনের জন্য ৪'-০" ডায়ার দুই লাইন আর সি সি পাইপ স্থাপন করণ।	=৪৮,৭৪,৪৬২.০০ ,,	মেসার্স প্রগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কোং।	(ক) ভিটি মাটি দ্বারা নির্মাণের জন্য ২৮.৭০% উর্দ্ধে। (খ) লাল মাটি দ্বারা রাস্তা নির্মাণের জন্য ৩৫% উর্দ্ধে।

৪র্থ পৃঃদ্রঃ

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- (১)৪৫.৭৫% উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ৩৫% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা গেল। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অনুমোদিত দরে কাজ করিতে সম্মত থাকিলে কার্যাদেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

(২) ২৭% উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ২০% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা গেল। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অনুমোদিত দরে কাজ করিতে সম্মত থাকিলে কার্যাদেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

(৩) ২৮.৫০% উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ২৫% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা গেল। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অনুমোদিত দরে কাজ করিতে সম্মত থাকিলে কার্যাদেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

(৪) সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদার কর্তৃক ভিটি মাটি ও লাল মাটি দ্বারা রাস্তা নির্মাণের জন্য এম ই এস সিডিউল অব রেইটস ১৯৯০ এর উপর যথাক্রমে ২৮.৭০% উর্ধ্বদর ও ৩৫% উর্ধ্ব দর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার তাহার প্রদত্ত দরের উপর পেশকৃত এ্যানালাইসিসসহ বোর্ড সভায় উপস্থিত হইয়া ভিটি মাটির দ্বারা ২৫% উর্ধ্ব দরে প্রকল্পটি সম্পাদন করার সম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাছাড়া সি ই ও সভায় এই মর্মে অবহিত করেন যে, যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার আহবান করিলে সাধারণ নিয়মে ন্যূনতম তিনটি টেন্ডার থাকার বিধান থাকিলেও এই প্রকল্পের জন্য মাত্র দুইটি টেন্ডার পাওয়া যায় যাহার মধ্যে একটি দরপত্রের সংগে প্রয়োজনীয় ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ছিল না। ফলে এই ক্ষেত্রে বিধিসম্মত মাত্র একটি টেন্ডার পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও অবহিত করেন যে, এই প্রকল্পের জন্য ইতো পূর্বেও একবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টেন্ডার আহবান করা হইলেও কোন সিডিউল বিক্রয় হয় নাই এবং কোন ঠিকাদারও টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করেন নাই। বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যেহেতু ঠিকাদার যুক্তিসংগত দরে প্রকল্পটি সম্পাদনের সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, সেহেতু তাহার দরপত্রটি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হউক।

প্রস্তাব নং-১০ঃ আদর্শ বিদ্যা নিকেতন, মানিকদী এর জন্য সরবরাহকৃত আসবাবপত্রগুলির মধ্যে সংযুক্ত লোহার বেঞ্চ এবং ক্লাস টেবিলগুলি অনুমোদিত এ্যাংগেল সাইজের পরিবর্তে ডাউন সাইজ এ্যাংগেল ব্যবহার করিয়া সরবরাহ করায় উক্ত বেঞ্চ এবং টেবিলগুলি গ্রহণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত আদর্শ বিদ্যা নিকেতন, মানিকদীর জন্য সরবরাহকৃত আসবাবপত্রগুলির মধ্যে যে সকল আসবাবপত্র সিডিউলে বর্ণিত সাইজ অনুযায়ী তৈরী করা হয় নাই সেইগুলির সরবরাহ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ইহাছাড়া সিডিউলে বর্ণিত সাইজ মোতাবেক আসবাবপত্র সরবরাহ করিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার রাজী না থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ তাহার কার্যাদেশ বাতিল করিয়া পুনরায় টেন্ডার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১১ঃ কচুক্ষেত সুপার মার্কেটে আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের নকশা প্রণয়নের নিমিত্তে আর্কিটেক্ট কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- কচুক্ষেত সুপার মার্কেটে আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের নকশা প্রণয়নের নিমিত্তে ৯(নয়)টি ফার্ম কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া আর্কিটেক্ট নিয়োগ প্রদানের নিমিত্তে নিম্নোক্তভাবে একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল ঃ-

(১) ক্যাপ্টেন শহিদুজ্জামান খান(জি)(সিডি)পি এস সি, অধিনায়ক, বি এন এস হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাস। - আহবায়ক

(২) লেঃ কর্ণেল আমিনুর রহমান সি এম ই এস(আর্মি) ঢাকা সেনানিবাস। - সদস্য

(৩) ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ(অবঃ) ৩২ ডি ও এইচ এস বনানী ঢাকা সেনানিবাস। - সদস্য

(৪) জনাব এম, আমান নির্বাহী প্রকৌশলী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। - সদস্য

৫ম পৃঃদ্রঃ

উক্ত কমিটি আগামী ৩১-৮-৯৫ ইং তারিখের মধ্যে তাহাদের প্রতিবেদন পেশ করিবেন। ইহাছাড়া নির্মিতব্য শপিং কমপ্লেক্সের জায়গা নির্বাচনের ব্যাপারে সভায় বিশদভাবে আলোচনান্তে জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে মিরপুর লিংক রোড সংলগ্ন খালি জায়গাটিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক একটি সিনেমাহল স্থাপন করার প্রস্তাব রহিয়াছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক একটি সিনেমাহল তৈরী করিয়া পরিচালনা করা বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া আলোচনাকালে উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ একমত প্রকাশ করেন। ইহাছাড়া উক্ত জায়গায় সিনেমাহল স্থাপিত হইলে সুপার মার্কেট এলাকায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাসহ মিরপুর লিংক রোডে যানজটের সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করিয়া উক্ত স্থানে সিনেমাহল স্থাপনের পরিবর্তে নূতন শপিং কমপ্লেক্সটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১২ঃ ঢাকা সেনানিবাসের নিয়ন্ত্রনাধীন ডি ও এইচ এস এবং বর্ধিত এলাকার বাড়ী নির্মাণের জন্য দাখিলকৃত নিম্নবর্ণিত নকশাগুলি বিল্ডিং "বাই-ল" অনুযায়ী সঠিক থাকায় অনুমোদন করা হইয়াছে। উক্ত নকশাগুলি পর্ষদ সভায় সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হইল ঃ-

ক্রমিক নং	প্লটের মালিকের নাম	প্লট নম্বর	এলাকার নাম	মন্তব্য
১।	ব্রিগেঃ এম হারুন অর রশিদ, বিপি, পিএসসি,	৪১৫	মহাখালী ডিওএইচএস	
২।	মিসেস দৌলতিয়া আলী	৮৯	বনানী ডিওএইচএস (সংশোধিত)	
৩।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	১৪০	(আংশিক) লালাসরাই	
৪।	আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ।	২৮৬	(আংশিক) লালাসরাই	
৫।	আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের শিক্ষকদের বাসস্থান নির্মাণ।	২৮৬	(আংশিক) লালাসরাই	
৬।	জনাব মোঃ ওমর আলী মিয়া ও মোঃ ফজলুল হক	১০৭	(আংশিক) লালাসরাই	
৭।	ক্যাপ্টেন আবদুল মোতালিব, বি এন,	৪৬৪	মহাখালী ডিওএইচএস(সংশোধিত)	
৮।	কমান্ডার এম এম হেলাল মিয়া, বি এন,	৫৩০	জোয়ারসাহারা ডিওএইচএস	
৯।	এয়ার কমোডর ফখরুল আজম, পিএসসি,	৩৭৬	-ঐ-	
১০।	মেজর(অবঃ) আলাউদ্দিন চৌধুরী	৩৯৯	-ঐ-	
১১।	শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের মিলনায়তন (ছাত্রীদের) জন্য নির্মাণ।	২৬৫	(আংশিক) লালাসরাই	
১২।	জনাব এম এস আল-মামুন	২৭৫	মহাখালী ডিও এইচএস(সংশোধিত)	
১৩।	লেঃ কর্ণেল খাঁন গোলাপ	৩০২	জোয়ারসাহারা ডিওএইচএস	
১৪।	মিসেস সিতারা আলী	৮	বনানী ডিওএইচএস (সংশোধিত)	
১৫।	ক্যাপ্টেন আবদুল মোতালিব, বি এন,	৪৬৪	মহাখালীডিওএইচএস(সংশোধিত)	
১৬।	লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আলী	৩৩৭	-ঐ-	
১৭।	জনাব দেওয়ান ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ ও জনাব ন আ ম ফয়জুর রহমান।	৫০৩	-ঐ-	
১৮।	বেগম আজমেরী বাকী	৬১	বনানী ডিওএইচএস(সংশোধিত)	

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- পেশকৃত ১৮ টি নকশা নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ৭ নং ক্রমিকে উল্লেখিত ক্যাপ্টেন আবদুল মোতালিব, বি এন'কে মহাখালী ডি ও এইচ এসস্থিত ৪৬৪ নম্বর প্লটের যে সংশোধিত নকশা অনুমোদন করা হইয়াছে তাহা ঢাকা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন ১৯৯৪ এর বিধান মোতাবেক অনুমোদন না করিয়া পূর্বের উপ-আইন অনুযায়ী অনুমোদন করা হইয়াছে যাহা সঠিক হয় নাই। এমতাবস্থায় উক্ত প্লটের নকশার অনুমোদন বাতিলপূর্বক বর্তমানের প্রচলিত উপ-আইন অনুযায়ী নকশাটির অনুমোদন প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখা ও কর্মকর্তাবৃন্দকে অধিক সতর্ক হওয়ার জন্য বলা হইল। পেশকৃত অবশিষ্ট ১৭ টি নকশার অনুমোদন সঠিক হওয়ায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।

৬ষ্ঠ পৃঃদ্রঃ

প্রস্তাব নং-১৩ঃ মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর ক্যান্টিন ইজারার ব্যাপারে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ০৮-৭-৯৫ ইং তারিখের ৭/এমএলএনডসি/ঢাকা/৭৬-এ-২/পা-৮/৩৫ নং পত্রসহ সি ই ও এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর ক্যান্টিন ইজারা সংক্রান্ত সি ই ও এর প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুসলিম মডার্ণ একাডেমীতে পূর্বে কোন ক্যান্টিনের ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু ১৮-১২-৯১ ইং তারিখে জনাব খালেদ রশিদ, পিতা-ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ(অবঃ) ৩২ ডি ও এইচ এস বনানী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক সি ই ও সমীপে মুসলিম মডার্ণ একাডেমী প্রাংগনে ক্যান্টিন স্থাপনের জন্য একটি আবেদন পেশ করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সি ই ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করিয়া স্কুল ভবনের দুইটি কক্ষের মধ্য বর্তী একটি খালি স্থানে নিজ ব্যয়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করিয়া মাসিক ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভাড়ায় ও ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা(ফেরৎযোগ্য) জামানত রাখিয়া ০১-৬-৯২ ইং তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য ক্যান্টিন পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেন। তদানুযায়ী ০১-১-৯২ ইং তারিখ হইতে জনাব খালেদ রশিদ উক্ত ক্যান্টিন চালাইতে থাকেন। উপরোক্ত ইজারার মেয়াদ ৩১-১২-৯৩ ইং তারিখে শেষ হওয়ায় পর ইজারাদার জনাব খালেদ রশিদ উক্ত ক্যান্টিনটির ইজারা ৫/১০ বৎসরের জন্য তাহার নামে নবায়ন করার আবেদন করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে বিষয়টি ১২-৬-৯৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হইলে বোর্ড আবেদনকারীকে মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভাড়ায় পরবর্তী ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য ইজারা নবায়নের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোর্ড, ইজারাদার জনাব খালেদ রশিদ এর পিতা-ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ(অবঃ) এর মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর জন্য ৪½ ডেসিমেল জমি দান করার কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তীতে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর ক্যান্টিনটি প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে ইজারা দেওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। ইহাছাড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক সনের নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষাদল কর্তৃক ক্যান্টিনটি ইজারা ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে। বিষয়টি সম্পর্কে সভায় বিশদ আলোচনান্তে ক্যান্টিনের ইজারাদারের পিতা- ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ(অবঃ) এর মুসলিম মডার্ণ একাডেমী স্থাপনের জন্য তাহার অবদানের কথা বিবেচনা করিয়া ইতোপূর্বে প্রদত্ত ইজারা বহাল রাখার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিকন্তু মানবিক কারণে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক বিষয়টি নিয়মিত করণের সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যাহাতে উত্থাপিত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে।

প্রস্তাব নং-১৪ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বর্তমান নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এম জামানের চাকুরীর মেয়াদ চুক্তিভিত্তিক ৩(তিন) বৎসর বৃদ্ধির আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করণ। এই ব্যাপারে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ২৭-২-৯৫ ইং তারিখের ১৭/এমএলএনডসি/পিএফ/৩/পা-২/১০৮ নং পত্র উপস্থাপন করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এম জামান এর চাকুরীর মেয়াদ আগামী ১৮-১০-৯৫ ইং তারিখে শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে অবসর গ্রহণ করার কথা। কিন্তু তিনি তাহার চাকুরীর মেয়াদ চুক্তিভিত্তিক তিন বৎসর বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। তাহার আবেদনটি সভায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত সকল সদস্য বৃন্দ বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কার্য পরিধির ব্যাপকতা বিবেচনা করিয়া ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন অভিজ্ঞ বি এস সি(সিভিল) ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেন ও একমত পোষণ করেন। যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিকভাবে অনুরূপ একজন বি এস সি(সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার এর নিয়োগদান সম্ভব না হয়, তবে অত্র বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এম জামানের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে দীর্ঘ চাকুরীকাল পর্যালোচনাপূর্বক সন্তোষজনক মনে করিলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাকে এক বছরের জন্য চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ করা যাইতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ থাকে যে, এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর মর্যাদা সম্পন্ন একজন বি এস সি(সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হইল।

৭ম পৃঃদ্রঃ

প্রস্তাব নং-১৫ঃ ডি ও এইচ এস মহাখালীস্থ (সাবেক মহাখালী সদর) ৩৫ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি বিক্রয়/ হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে মেসার্স আরকু ইন্ডাষ্ট্রিজ ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ এর পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব আমিনুর রশিদ (ইয়াছিন) এর নামে নামজারী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এতদ্ব্যাপারে মূল ইজারা গ্রহীতা/বিক্রেতা মোহাম্মদ আমান উল্লাহ এর আবেদনসহ ক্রেতার আবেদন, ১৪-৬-৯৫ ইং তারিখের ৮১৬৩ নং রেজিঃ দলিলের কপি, ডি জি এফ আই এর ছাড়পত্র এবং আইন উপদেষ্টার মতামত উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-ডি ও এইচ এস মহাখালীস্থ (সাবেক মহাখালী সদর) ৩৫ নম্বর প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি বিক্রয়/ হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে মেসার্স আরকু ইন্ডাষ্ট্রিজ ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ এর পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব আমিনুর রশিদ (ইয়াছিন) এর নামে নামজারী করার অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। উল্লেখ্য যে, উক্ত বাড়ীটি আবাসন ব্যতিরেকে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

প্রস্তাব নং-১৬ঃ ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকায় ৩০ বৎসর মেয়াদান্তে ৮টি প্লটের ইজারা মেয়াদ নবায়নের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এতদ্ব্যাপারে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ০৭-২-৯৪ ইং তারিখের ৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/৩৫৭/২ নং পত্র এবং উক্ত পত্র মোতাবেক যাবতীয় তথ্য পেশ করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-প্রস্তাবটি পরবর্তী বোর্ড সভায় বিস্তারিত বিবরণসহ উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১৭ঃ ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকাস্থ (পরিত্যক্ত) ৩১ নং বাড়ীর উপর বিচারাধীন মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য একজন সিনিয়র আইনজীবি নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এতদ্ব্যাপারে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ০৫-৮-৯৫ ইং তারিখের ৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/১৮৭-২/শা-৮/ নং পত্র পেশ করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকাস্থ পরিত্যক্ত ৩১ নং বাড়ীর উপর বিচারাধীন মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য একজন সিনিয়র আইনজীবি নিয়োগের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১৮ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত নিম্নবর্ণিত বিদ্যালয়সমূহের বিপরীতে প্রদর্শিত দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়ের সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করণ :-

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	সর্বনিম্ন দরদাতার নাম	সর্বনিম্ন দর	মন্তব্য
১।	সেনাপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়	মেসার্স ফেডারেল পাবলিসার্স	৪৫,৩৭৫/-	প্রশ্নপত্র/প্রোগ্রাম মুদ্রণ
	-ঐ-	মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স	৩৫,৫২০/-	ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়।
২।	শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়।	মেসার্স হাবিব প্রিন্টিং প্রেস	২১,৩২০/-	প্রশ্নপত্র/প্রোগ্রাম মুদ্রণ
	-ঐ-	মেসার্স দিপা প্রিন্টিং প্রেস	১৮,০০০/-	রিপোর্ট কার্ড মুদ্রণ
	-ঐ-	মেসার্স রূপালী পেপার ডিপো	৪০,৩৪০/-	ষ্টেশনারী ক্রয়
৩।	মুসলিম মডার্ণ একাডেমী	মেসার্স মেট্রোপলিটান প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স।	২৮,৫৩০/-	প্রশ্নপত্র মুদ্রণ
	-ঐ-	মেসার্স এস আলম এন্টারপ্রাইজ	৫৫,০০০/-	পরীক্ষার কাগজপত্রসহ অন্যান্য ষ্টেশনারী ক্রয়।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-উপরোক্ত তিনটি বিদ্যালয়ের ২য় সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্ন ও ষ্টেশনারী সরবরাহের সর্বনিম্নদরসমূহ অনুমোদন করা গেল।

প্রস্তাব নং-১৯ঃ ঢাকা সেনানিবাসে জে সি ও/ও আর পারিবারিক এলাকায় চারটি শিশু পার্ক স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই প্রসংগে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ০৫-৮-৯৫ ইং তারিখের ৭০২/২/কিউ-৩/১ নং পত্র উপস্থাপন করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা সেনানিবাসে জে সি ও/ও আর পারিবারিক এলাকায় চারটি শিশু পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইল। এই প্রসংগে শিশু পার্ক স্থাপনের জন্য পেশকৃত নকশা ও প্রতিটি শিশু পার্ক নির্মাণের জন্য এম ই এস সিডিউল অব রেইটস ১৯৯৫ মোতাবেক তৈরীকৃত ৩,৪৮,৬১১·৩০ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হইল। শিশু পার্ক স্থাপনের জায়গা নির্বাচনান্তে প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে অবহিত করিয়া পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব সি ই ও'কে প্রদান করা হইল।

প্রস্তাব নং-২০ঃ জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকায় পানি, গ্যাস ও প্লটের পিলারিং এর ব্যবস্থাকরণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনাকালে জানা যায় যে, ইতোমধ্যেই উক্ত এলাকায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। আরও জানা যায় যে, ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং এর মধ্যেই তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত এলাকায় গ্যাস সরবরাহের কাজ আরম্ভ করা হইবে। আলোচনায় আরও জানা যায় যে, অনেক প্লটের সীমানা চিহ্নিত করণের পিলার চুরি হইয়া গিয়াছে। উক্ত প্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্পর্কে সভায় আলোচনান্তে জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকার চতুর্দিকে প্রাধিকার ভিত্তিতে বেসামরিক এলাকার পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অধিকন্তু যে সমস্ত প্লটের পিলার চুরি হইয়া গিয়াছে উক্ত প্লটসমূহের সীমানা চিহ্নিত করণের জন্য প্রয়োজন হইলে প্লটের মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এস্ট দপ্তর হইতে সার্ভে/মাপার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়ার ও মালিকের নিজ খরচে পুনরায় পিলার স্থাপনের কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-২১ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের গ্যারেজ ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন গ্যারেজ ও গ্যারেজস্থিত স্টাফ কোয়ার্টারসহ এলাকা শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গ্যারেজের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিজস্ব জমি হইতে স্থান নির্বাচনের নিমিত্তে ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার ৬ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদন ২৯-৬-৯৫ ইং তারিখের বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিটি উক্ত গ্যারেজের জন্য মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর পশ্চিম পার্শ্বে ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেট সংলগ্ন জায়গা নির্বাচন করেন। সভায় বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনান্তে উক্ত স্থানে গ্যারেজ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া কমিটিকে পুনরায় স্থান নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমতে অদ্যকার সভায় উক্ত কমিটি অন্য কোন উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিতে পারেন নাই মর্মে সভাকে অবহিত করিলে নিম্নরূপভাবে গ্যারেজ নির্মাণের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য পুনরায় একটি কমিটি গঠন করা হয়ঃ-

১। কর্ণেল আবদুল মান্নান মিয়া - সভাপতি
প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

২। লেঃ কর্ণেল মোঃ আমিনুর রহমান - সদস্য
সি এম ই এস (আর্মি)
ঢাকা সেনানিবাস।

৩। ফ্লাঃলেঃ এ বি এম এ রশিদ (অবঃ) - সদস্য
৩২, ডি ও এইচ এস বনানী
ঢাকা সেনানিবাস।

৪। জনাব এম, জামান - সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

৯ম পৃঃদ্রঃ

উপরোক্ত কমিটি সভা ~~শেষে~~ চলাকালীন উপস্থিত সদস্যবৃন্দসহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস এলাকায় অফিস ভবনের পূর্ব পার্শ্বের খালি জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া উক্ত স্থান গ্যারেজ নির্মাণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন করেন। এই প্রসংগে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সি ই ও'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ইহাছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের স্থান নির্বাচন সম্পর্কীয় প্রস্তাব পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-২২ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন তিনটি ডি ও এইচ এস ও ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকার বেসামরিক প্লট বরাদ্দলাভকারীদের জন্য একটি পৃথক কবরস্থানের জায়গা নির্বাচন সংক্রান্ত অগ্রগতি অবহিত হওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন তিনটি ডি ও এইচ এস ও ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকার বেসামরিক প্লট বরাদ্দলাভকারীদের জন্য একটি পৃথক কবরস্থানের জায়গা নির্বাচন সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য গঠিত সাব-কমিটি এখনও তাহাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় কবরস্থানের স্থান নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটিতে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রস্তাব নং-২৩ঃ মেসার্স সেভেন সীরিজ এন্টারপ্রাইজ এর মালিকের বিল পরিশোধের ২৯-৪-৯৫ ইং তারিখের আবেদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই প্রেক্ষিতে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ০৯-৫-৯৫ ইং তারিখের ৭০২/৪/কিউ-৩ নং পত্র উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- মেসার্স সেভেন সীরিজ এন্টারপ্রাইজের মালিকের বিল পরিশোধের আবেদন এবং এই বিষয়ে সি ই ও'র প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, মেসার্স সেভেন সীরিজ এন্টারপ্রাইজ এর মালিকের বক্তব্য সঠিক নহে। এমতাবস্থায় আবেদনটি নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-২৪ঃ বিবিধঃ

(ক) বনানী ডি ও এইচ এস কমিউনিটি সেক্টারে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্তে বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রদান প্রসংগে (রেজুঃ নং-২০, তারিখঃ ২৯-৬-৯৫ ইং)।

(খ) জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকায় দুইজন চৌকিদারকে ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য মাস্টার রোলে নিয়োগ করণ প্রসংগে।

(গ) ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের ১১১ টি দোকান ভাংগিয়া নিয়া যাওয়ার ব্যাপারে ৬ টি গ্রুপের সর্বোচ্চ দরপত্রসমূহ অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- (ক) বনানী ডি ও এইচ এস কমিউনিটি সেক্টারে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ফ্রি ক্লাইডে ক্লিনিককে প্রদান করার আবেদনটি সভায় আলোচনান্তে বিবেচনা করা গেল না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

(খ) জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকায় দুইজন চৌকিদারকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের জন্য মাস্টাররোলে নিয়োগ করণের বিষয়টি সভায় আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

১০ম পৃঃদ্রঃ

(ক) [illegible] মার্কেটে ছয়টি গ্রুপের ১১১ টি দোকান ভাংগিয়া নির্মাণের ব্যাপারে ক্যান্টনমেন্ট [illegible] এম আর পি, প্রাপ্ত টেন্ডারসমূহ পর্যালোচনান্তে এম আর পি সহ সর্বোচ্চ দরপত্রসমূহ [illegible] অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল । চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সামরিক ভূমি ও [illegible] বোর্ডের সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রেরণের দায়িত্ব সি ই ও'কে প্রদান করা হইল ।

[illegible] আলোচ্যসূচী না থাকায় উপস্থিত সদস্যদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শেষ করেন ।

[illegible]
([illegible])
[illegible]
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা [illegible]

([illegible])
[illegible]
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ।